



ব্রাহ্মন আর পুরোহতি এক নয়

ব্রাহ্মন আর পুরোহতি এক নয়.....!!!!!!!

কোনো ব্যক্তি জন্ম থেকে ব্রাহ্মন হয় না।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করছেন সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মন ।

পুরোহতি: পুরোহতি হলেন তিনি যিনি পূজা, আচার-অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাবলী পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিকভাবে, ব্রাহ্মণরা পুরোহতি হিসাবে কাজ করতেন, কিন্তু বর্তমানে অন্য বর্ণের লোকেরাও পুরোহতি হতে পারেন। হিন্দুধর্মে, পুরোহতি হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বর্ণের হওয়ার প্রয়োজন নেই।

পুরোহতি দুই প্রকার:-----

1. দ্বিজি: --যিনি পৈতৃ ধারনকরে পরমব্রহ্মকে পূজার মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য পাপ কটে ফেলো করেন এবং এই জগতকে নবগুন দ্বারা রক্ষা করেন তিনি হলেন দ্বিজি।

2. বামুন:---আর যে ব্যক্তি পৈতৃধারন করেও নবগুন অর্জন করতে পারেন না তিনি হলেন বামুন ।

দ্বিজি এবং বামুন দুজনেই কিন্তু কউই শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য নয় । অতএব, ব্রাহ্মণরা পুরোহতি হতে পারেন, তবে পুরোহতি হওয়া মানই ব্রাহ্মণ হওয়া নয়।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহতি এক জনিসি নয়। পুরোহতি একটি পেশা।

\*\*\*\*. নবগুন (নবনধি)\*\*\*\*

1. শম --- চত্বিতসংযম, মনকে সন্তুষ্ট রাখা।
  2. দম --- ইন্দ্রিয় সংযম
  3. ক্ষমা -- পাপীদরে ক্ষমা করা।
  4. তপস্যা --- তপস্যা করা (পূর্ণরূপে আহার শুদ্ধি) ।
  5. শট্চ ---- নবদ্বার শুদ্ধরাখা ও সর্বদা পবিত্রতা বজায় রাখা।
  6. আস্তিক্য --- ধর্মে , শাস্ত্র এর ওপর এবং ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাস রাখা।
  7. আর্য --- শষ্টিচাচার, শালীনতা, বনিম্রতা, কৃতজ্ঞতা ধর্ম বজায় রাখা।
  8. জ্ঞান --- পূর্ণরূপে শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা ।
  9. বজ্জ্ঞান --- বজ্জ্ঞানের দ্বারা সকল কিছু বিশ্লেষণ করা।
- হনুমান চল্লিশাতে যে নবনধিরি কথা লেখা আছে এগুলোই সেই নব নধি (নব গুন) ।

